দৈনিক খবর

তারিখ 03 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

১৫

30

যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল

যশোর শিক্ষা বোর্ডের চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার শতকরা ৬০.৯৭। এ বছর তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৯৮ হাজার ৫শ' ১৩ জন। তন্মধ্যে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো ৯৬ হাজার ৬শ' ৮৫ জন। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হলো ৫৮ হাজার ৯শ' ৫১ জন। ৬৪ হাজার ৪শ' ৮৩ জন পুরুষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭শ' ৫৫ জন। মোট ৩২ হাজার ২শ' ২ জন মহিলা পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১৯ হাজার ১শ' ৯৬ জন পরীক্ষার্থী। পুরুষ ও মহিলা পরীক্ষার্থীর পাসের হার যথাক্রমে ৬১.৬৫ এবং ৫৯.৬১ ভাগ। বিভাগওয়ারী পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, সমাজ বিজ্ঞানে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬১ হাজার ৪শ' ২২ জন। পাভের হার ৫১.৮৫ ভাগ। বিজ্ঞান বিভাগে ৩৫ হাজার ২শ' ৬৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাসের হার ৭৬ .৮৫ ভাগ।

গত কয়েক বছরের সাথে তুলনা করলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের এবারকার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলকে মোটামুটি সন্তোষজনক বলে আখ্যায়িত করা যায়। বিগত ৩ বছরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এ বছরই সর্বাধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে। ১৯৯০ সালে পাসের হার ছিলো ৩০.৬৩ ভাগ। ১৯৮৯ সালে এই হার ছিলো ৪৫.০৪ ভাগ এবং ১৯৮৮ সালে ছিলো ৪৪.৫০ ভাগ। শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলেই যে এবার পাসের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এ কথা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। আগামী বছর থেকে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় এ বছর অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের মত যশোর শিক্ষা বোর্ডও পরীক্ষার্থীদের ২৫ নম্বর গ্রেস দেয়। মূলতঃ এ কারণেই পাসের হার বেড়েছে যেমন বেড়েছে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডেও।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারকার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার যদিও গত তিন বছরের তুলনায় বেড়েছে, তবু আমরা এই ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। যেমন আমরা সন্তুষ্ট হতে পারিনি ইতিপূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের এবারকার এসএসসি'র ফলাফলেও। এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৩০ থেকে ৬০-এর মধ্যেই থাকে সাধারণতঃ। পাসের হার যদি শতকরা ৫০ ভাগের উর্ধ্বে হয় তাহলে অনেককেই এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায়। কিন্তু পাসের এসব গতানুগতিক হার নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। কেননা ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয় পাসের জন্যে, ফেলের জন্যে নয়। আর শিক্ষকরাও তো ছাত্রদের পড়ান পাসের জন্যেই। ফেল করার জন্যে ছাত্ররা স্কুলে ভর্তি হয় এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। স্কুলে ১০/১১ বছর লেখাপড়া করার পর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তাও আবার সবাই এই পরীক্ষার জন্যে যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। প্রি-টেস্ট, টেস্ট প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার জন্যে এদের প্রস্তুত করা হয়। দীর্ঘ ১০/১১ বছরের সাধনা এবং পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতির পর যখন পরীক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয় তখন তারাও যেমন সাফল্যের স্বপ্ন দেখে, তেমনি শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও আশা করেন যে, শিক্ষা জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় তারা কৃতকার্য হয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ লাভ করুক। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পরীক্ষার্থীই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। পরীক্ষা দিয়ে সবাই কৃতকার্য হবে এটাও যেমন আশা করা অন্যায়, তেমনি পরীক্ষা দিয়ে শতকরা ৩০/৪০ জন বা তারও বেশী ফেল করবে এমন বাস্তবতাকেও নিশ্চয়ই মেনে নেয়া যায় না। উন্নত এমনকি উন্নয়নশীল অনেক দেশেই ফেলের হার শতকরা

প্রশ্ন ওঠে, আমাদের দেশে পরীক্ষা পাসের এই গতানুগতিক হারকে উন্নীত করা কেন সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রশ্নের জবাবে একটি কথাই বলা যায়- তাহলো আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার মান খুবই নীচে নেমে গেছে। হাতে গনার মত কিছু সংখ্যক প্রাইভেট স্কুল ছাড়া প্রায় কোন প্রাইভেট স্কুলেই ভালো লেখাপড়া হয় না। এমনকি সরকারী হাই স্কুলগুলোরও আগের মত আর সুনাম নেই। অভিযোগ রয়েছে যে, সরকারী হাই স্কুলগুলোর শিক্ষকরা দায়িত্ব নিয়ে ছাত্রদের পাঠদান করেন না। তারা প্রাইভেট টিউশনির প্রতি যতটা আগ্রহী, শ্রেণী কক্ষের পাঠদানের ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নন। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্ররা যাতে তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয় সেজন্যে ক্লাসের পড়া ঠিকভাবে পড়ানো হয় না। এমনকি স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তরপত্রে কম নম্বর দিয়ে ছাত্রদের টিউশনির ফাঁদে ফেলা হয় বলেও শোনা যায়। সকল শিক্ষকই যে শিক্ষাদানের ব্যাপারে এমন দায়িত্বহীন তা অবশ্যই বলা যায় না। তবে সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই যে আজকাল দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ থাকলে এবং পাঠদানের ব্যাপারে শিক্ষকরা সৎ এবং আন্তরিক হলে যে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে দেশের ক্যাডেট কলেজগুলো। যশোর বোর্ডের এবারকার ফলাফলে দেখা যায়, মেধা তালিকায় ২০টি স্থান অধিকারী ৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬ জনই ঝিনাইদহ ও বরিশাল ক্যাডেট কলেজের। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলেও তাই দেখা যায়। শুধু এবারই নয়, প্রায় প্রতি বছরই আমরা এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হারও শতকরা একশ' ভাগ। সরকারী এবং বেসরকারী হাই স্কুলেও যে এমন কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট হয় না তা নয়। কিন্তু সংখ্যায় সেগুলো খুবই কম।

ভালো ফলাফলের জন্যে সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাদান ব্যবস্থা বা পদ্ধতির উন্নতি সাধন করতে হবে। এ জন্যে শিক্ষকদের এ ব্যাপারে অধিকতর দায়িত্বশীল করে তোলার ব্যবস্থা ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা যদি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্বের সাথে লেখাপড়া করানোর মত সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে পরীক্ষার ফলাফল যে আরো ভালো এবং চমকপ্রদ হবে তাতে আর সন্দেহ কি।